Muktii

Free A Poverty Slave

মু ি র কাজের ধারাঃ

দান হনে মানুষের যমন আ স ান খব হতে পারে তমনি মানুষ নিজের কম মতার ওপর বি াস হারিয়ে নিভরশীল হয়ে যতে পারে দানের ওপর। কান সাহয সং াই কি দরী দেরকে দীঘ ময়াদী সাহায করে না। সতি বলতে কি, দানকারী সং া লো, যমন খাদ দান কমসূচী, মানুষকে নিভরশীল করে ফলে দানের ওপর। অন ান সাহায সং া লোর— যমন চাপকল তরী ক অথবা ঘর তরীর কাচামাল দানকারী সং া—সাহায সাময়িকভাবে কিছুটা ফল সুহ লেও এরা কউই দরী দেরকে তাদের দারী তা থকে বরিয়ে আসায় সাহায কর ত পারে না। কি দরী দের যদি দানের পরিবতে ঋন দয়া হয়, তাহলে পরনিভরশীলতার দূর হয়ে যায়। দরী মানুষেরা এই ঋনের পুজির সাথে তাদের ম যাগ করে জীবনের য়োজনীয়তা মটাতে স ম হয়, ঋন ফিরিয়ে দিতে তাগিদ বাধ করে, এবং নিজেরাই নিজেদের জীবনের পরিচালক হয়ে ওঠে। সই সাথে তাদের ঋন পরিশোধের টাকা সাহয করতে পারে অন ান দরী দের। এসব দিকে ল রখেই সুদহীন ঋন দানের মাধ মে মু ি ক দরী দের স ান এবং সফলতার সাথে তাদের দারী তা ঘাচাতে সহায়তা করে। মু ি ক র কাজের কাঠামো জানলে আপনি বুঝতে পারবেন কন এই ক অন ান কে র চয়ে সহজে দারী তা দূ ীকরনে এত সফল হয়েছে।

মু ি কে ঋন পরিশোধের টাকা বারবার ঋন দানে ব াবহার করা হয় যা নাকি দান সং া লো করতে স ম নয়। যমন ধ ন আপনি যদি ১০০ টাকা দান করেন কান দরী কে, সই নিদি ১০০ টাকার ব াবহার সখানেই শষ। অথাত আপনি সই ১০০ টাকা অন আরেক দরী ব ি র সাহাযাথে ব য় করতে পারছেন না। কি আপনি যদি এই ১০০ টাকা কান এক ু ব াবসায়ীকে ঋন দন, স এই টাকা তার ব াবসা বৃ ির কাজে ব য় করে তার নিজের ব াবসার উ তিতো করতেই পারে, সইসাথে আপনার টাকা ও ফরত দিতে পারে যথাসময়ে। আপনি সই একই টাকা আরেকজন দরী ব ি কে ঋন দিতে পারেন। একই পুজির এই অগনিত ব াবহার মু ি ক কে করে তালে অনন। এছাড়াও মু ির শাসনিক কাজে যহেতু কান খরচই হয় না, ঋনখাতে বরা পুরো টাকা (১০০%) ঋনের কাজেই ব য় হয়।

দরী দের সাহায াথে গ ত মু ি কে র সফলতার এক বিশেষ কারন হ এর সহজ শাসনিক কাঠামোর। নিঃ খভাবে দরী তা মাচনের উ শ থাকলে য কউই কি মু ির মত এক ক করার উদে াগ নিতে পারেন। এ করতে সবচে জ রী বিষয় হল দরী এলাকার দরী দের দীঘপরিচিত একজন ু ব াবসায়ীকে খুজে বর করা যিনি নাকি ব াব াপকের/পরিচালকের দায়ি নিয়ে সাহায ক র মুল উ শ সফলে সহায়তা করতে পারবেন। য এলাকা লোতে মু ি ক চালুহ য়েছে, সখানে উদে া া আঃ খালেক নিয়োজিত করেছেন পরিচালক যিনি ঋন হিতাদের সাথে ঋনের টাকা আদান দান করে থাকেন। যহেতু পরিচালক জানেন মু ি ক কিভাবে কাজ করে, তিনি ঋনের জন আবেদনকারী দরী

ামবাসীদেরকে ঋন নয়া এবং পরিশোধের পুরো নিয়ম লো স ে যথাযথ তথ /খবর দিয়ে থাকেন। এখানে মনে রাখা জ রী য ঋনের জন আবেদন জানালেই য ঋন দয়া হবে এমন কান কথা নই, বরং এ নিভর করে ঋন আবেদনকারীর অব া স ে পরিচালকের সংগৃহিত তথে র ওপর। পরিচালকের ভুমিকা বি ারিত ব াখা করলেই পুরো ব াপার পরি ার হয়ে যাবে।

পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয় এমন একজন সত মানুষকে যার এক ু ব বসা আছে ামে যখানে ামবাসীরা ায়শই যাতায়ত করেন তাদের য়োজনে। যমন ধ ন মুদি ব াবসায়ী। তিনিয়তই ামবাসীদের এই মুদি ব াবসায়ীর কাছে তাদের নিত য়োজনীয় সাম ী (যমন লবন, তল, সাবান ইত াদী) খরিদের জন যাতায়ত করতে হয়। এই ব বসায়ীর সাথে ামবাসীর দীঘদিনের পরিচয় তাই ব াবসায়ীর প ে ও ামবাসীদের অথনৈতিক অব া জানা বা খাজ নয়া সহজ। পরিচালকের ব াপারে আঃ খালেক বলেছেনঃ

“বাংলাদেশের ছা এক ামে আমি কিছুদিন সময় কা য়েছি সই এলাকার একজন মানুষকে খুজে বর করতে যাকে পরিচালকের দায়ি দয়া যায়। আমি ায়শই ামের বাজারে যতাম, চায়ের দাকানে বসে থাকতাম, এলাকার নানাবিধ মানুষের সাথে আলাপ করতাম, জানতে চাইতাম তাদের কমন লাগে সখানে বসবাস করতে, তাদের জীবিকা কি ইত াদী। আমার আসল উে শ ছিল একজনকে খুজে বর করা যিনি ামের মানুষদের ভালভাবে চনেন এবং আমাকে এদের জীবন স ে অনেক তথ দিতে পারবেন। সই সাথে মানুষ যন সত, কমঠ, এবং ামবাসীদের ঋন আদান দানের কাজে স ম হয়। আমি ামবাসীদের অনেককে জানিয়েছি আমার উে শ এবং জি ে স করেছি তারা আমাকে এমন কারও স ান দিতে পারবেন কিনা। এমন কারও স ান পলে আমি তাদের সাথে সরাসরি যাগাযোগ করেছি, আমার উে জানিয়েছি, এবং পরিচালকের দায়ি ব াখ া করেছি। যদি তাদেরকে স এবং যাগ মন হয়েছে, আমি তাদের পরিচালকের দায়ি নিতে অনুরোধ করেছি। থম পরিচালককে নিয়োগ করার পর ক কে বাড়ান সহজ হয়েছিল। ঋন হিতাদের অনেকেই যারা ঋনের টাকা কাজে লাগিয়ে অথনৈতিকভাবে সাফল পয়েছিলেন তারা এগিয়ে আসতেন পরবত তে পরচালকের দায়ি পালনের জন ”।

যহেতু পরিচালককে কান বতন দয়া হয় না, কন এই দায়ি পালনে কউ এত আ হী হবেন? তার কারন হল, পরিচালক ঋন হিতাদের কাছ থকে ঋন পরিশোধের টাকা সং হ করে সই টাকা তার নিজের ু ব াবসায়ে নিয়োগ করতে পারেন। যমন ধ ন পরিচালকের দায়িে নিয়োজিত একজন মুদি ব াবসায়ী এই ঋন পরিশোধের টাকা সং হ করে তার নিজের ব াবসায়ের জন কিছুঅ তিরি ত মাল সাম ী কিনতে পারেন। এতে করে তার ব াবসায়ে যমন কিছুল াভ হয় তমনি মুল টাকা উদে া ার নিদেশে তিনি আবার ঋন দিতে পারেন ামবাসীদের। শাসনিক কাজে কান ব য় না করেও মু কে র এই অভিনব উপায় অবল ন করে শাসনে নিয়োজিত ব ি (পরিচালক) যমন লাভবান হতে পারেন তমনি ১০০% মুল টাকা বারবার ব াবহার হতে পারে দরী দের সাহাযাথে। সইসাথে তিনিয়ত ামবাসী পরিচালকের দাকানে আসছে, তারা তাদের য়োজনীয় সাম ী কিনছে, এতে করে দাকানের বি য় বাড়ছে। এই দুই লাভ যাগ করলে পরিচালক সরাসরি বতন না পলেও তারচে’ অনেক বশি লাভবান হে ন এবং এজনে অনেকেই এই পরিচালক হতে আ হী হে ন।

উপরো অভিনব দিক ছাড়াও মুি কে র আরও দিক আছে য লো এই ক কে দরী দের উ তির ে অত সফল করেছে। এমন এক দিক হল এর ঋন পরিশোধের সময়সীমা। মুি কে র ল ই যহেতু দরী দেরকে তাদের দারী তা থকে মুি দয়া, তাই ঋন পরিশোধের সময়সীমার ব াপারে ক নিভর করে ঋন হিতার জীবনযা ার দিক ল রথে। যমন ধ ন একজন দরী ব াি হয়ত ঋন নিতে পারেন এক গাভী কনার জন । তার উে শ থাকতে পারে য এর দুধ বিি র টাকায় তিনি নিজের াত হিক খরচ মটাবার সাথেসাথে ঋনের টাকাও শাধ দবেন। কি ধ ন কান কারনবশতঃ তার গাভী যদি মারা যায়, সই অব ায় তাকে ঋনের জন চাপ দিলে তার দারী তা দুীকরন তা দূে থাক, তার অি কে সংক ত করা হবে। কি এ ই করে থাকে বশিরভাগ ু ঋন সং া লো। মুি ক দরী দের জীবনের ঘটনা দুটে নার দিক লো বিবেচনা করে ঋন পরিশোধের সময়সীমা নিধারন করে। এজনে ই ঋন দানকৃত এলাকার একজনকে পরিচালক পদে নিয়োগ করলে তার পে যমন ঋন হিতাদের সুবিধে অসুবিধে লো জানা স ব, তমনি স ব য়োজনীয় উপদেশ এবং নিধারনে সাহয করা।

এখন আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন য মুি ক কন অন ান ু ঋনসং া থকে আলাদা। মুি র সাফলে র কারন এর শাসনিক ব ায়বজিত এবং সুদহীন ঋন আদান দানের সহজ নি ম। এই নিয়ম অনুসরন করে মুি ক দরী দেরকে দয় দারী তার মুি এবং অথনৈতিক াধীনতার াদ।

আপনিও যদি দরী তার বি ে দাড়াতে চান এবং বি ারিতভাবে জানতে চান য়োজনীয় পদে প লো তাহলে পড়ুন/ি ক ক ন ক উদে া ার জন নিদেশাবলী।